দৈনিক সংবাদ
তারিখ 23 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মতামত

বিক্রমপুরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি : সেকাল ও একাল

জয়নাল আবেদীন

১৯৬০-৬৪ সময়ে আমি শ্রীনগর ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ১৯৬৫-৭০ সালে ঘোলঘর একেএসকে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমার ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনায় যারা থাকতেন তারা সবাই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা ধনী ছিলেন না- ছিলেন শিক্ষানুরাগী। ঘোলঘর একেএসকে উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে উপমহাদেশের মানব দরদী চিকিৎসক ডা. মনমথনাথনন্দী ও ডা. তোফায়েল আহমদ, কাজী হারুন-উর-রশীদের মতো ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের ধ্যান জ্ঞান ছিল ছাত্রদের লেখাপড়ার মানউন্নয়ন, দরিদ্রতার কারণে যেন মেধাবী ছাত্ররা ঝরে না পড়ে সে দিকে সর্বদা খেয়াল রাখতেন। তারা কেউ সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ১৯৭০ সালে শ্রীনগর কলেজের যাত্রা শুরু হয় আমাকে ভর্তি করার মধ্য দিয়ে।

তখন কলেজের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন এমএনএ এডভোকেট মাহতাবউদ্দিন আহমেদ এবং সেক্রেটারি ছিলেন তৎকালীন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কাজী আবদুস মোতালেব। কলেজের ক্লাস যে দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় সেদিন ক্লাস শুরুর আগে কলেজ গভর্নিং বডির সেক্রেটারির জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা আজও মনে আছে।

১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভের পরে শুরু হয় থানা পর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার। শ্রীনগর থানায় দ্বিতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় চুড়াইনে- যার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। লৌহজং কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন দেশের খ্যাতিমান মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর বি করিম। ইছাপুরা কেবি মহাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রতিষ্ঠাতাকালীন চেয়ারম্যানও ছিলেন ড. একিউএম বি করিম।

ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে গভর্নিং কমিটির চেয়ার ছিলেন মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন আইসিএস এসডিও। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে মহকুমা প্রশাসক ও সেক্রেটারি হতেন স্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। বাংলাদেশ আমলে শুরু হয় সংসদ সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এবং কলেজের অধ্যক্ষ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। অভিভাবকদের থেকে ৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১ জন শিক্ষানুরাগী সদস্য হন মনোনয়নের মাধ্যমে।

১৯৯১ সাল থেকে বিক্রমপুরসহ দেশের সর্বত্র বেসরকারি স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুরু হয় রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয়করণ। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে যারা ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী তাদের ওপর শুরু হয় নানা রকম মানসিক, আর্থিক অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি আর্থিকভাবে অন্য হলে প্রতিষ্ঠানের তহবিল তসরুপের ঘটনাও অনেক ঘটেছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো শিক্ষানুরাগী সদস্যপদে দলীয় বিবেচনায় যারা কমিটির সদস্য হন তারা ৯৯% ক্ষেত্রে হন টাউট ও বাটপাড়। প্রকৃত শিক্ষানুরাগী কোথাও গত দেড় দশকে মনোনয়ন পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৭৬-৭৮ সালে আমি বিক্রমপুরের শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও শ্রীনগর সৃজিয়া এ হাই খান উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলাম। তখন অনেক চেষ্টা করেছি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য। জনৈক সহকারী শিক্ষকের অন্যায় প্রভাবের নিকট কমিটির বেশিরভাগ সদস্য অনেক সময় আক্ষেপ করে চলায় আমার প্রচেষ্টা প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হতো। শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় শ্রীনগরের জমিদার বাড়ির বৈঠক খানার এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গেই বাজার ও বাজারে প্রবেশের রাস্তা। স্কুল চলাকালে যাতে রাস্তার কোলাহল ক্লাসরুমে শব্দ দূষণ না ঘটায় ও পরিবেশ নষ্ট না করে সে জন্য বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে পূর্ব পশ্চিমে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করা হয়। স্কুল শুরু হলে প্রধান গেট বন্ধ রাখা হতো। ফলে ছাত্ররা যখন-তখন বাইরে যেতে পারত না এবং বাইরের লোকজনও ভেতরে প্রবেশ করত না। কিন্তু ১৯৯৬-২০০০ পূর্বে রাজনৈতিক বিবেচনায় যাদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়- তাদের কেউই শিক্ষামান উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ বজায়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকা ও বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে না গিয়ে- আমাদের রেখে যাওয়া বিদ্যালয়ের রাস্তার ধারের দেয়াল ভেঙে এবং বিদ্যালয় ভবনের মূল অংশের অর্ধেক ভেঙে সৃষ্টি করে ২০/২৫টি দোকান। যা ভাড়া দিয়ে বিদ্যালয়ের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালীকরণের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ঘটে এর বিপরীত; তৎকালীন শিক্ষানুরাগী সদস্যের কোঠায় যাকে দেয়া হয় তিনি ঢাকা-মাওয়া সড়কের গাড়ির একজন চাঁদা আদায়কারী। এসব দোকান নির্মাণ থেকে শুরু করে দোকান হস্তান্তরসহ যাবতীয় কর্ম ওই ব্যক্তি একক ভাবে সম্পাদন করেন। এ থেকে প্রাপ্ত আয়ের সিংহভাগ অংশ আত্মসাৎ করা হয় আংশিক হয়তো স্কুল ফান্ডে জমা হয়।

তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মরহুম শমশের আলী (যিনি ঘোলঘর উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন) একদিন একান্তে আমাকে স্কুলের জন্য এডহক কমিটি গঠন ও স্কুলের ভবন ভেঙে মার্কেট বানিয়ে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবকে জানাতে বলেন। স্কুল শিক্ষকের নির্দেশে ঢাকায় গিয়ে আমি লিখিতভাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি অবহিত করি। যা মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসককে দেয়া হয় তদন্ত করতে। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে ধরে তদন্ত কাজ স্থগিত করা হয়। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি দুর্নীতি দমন বিভাগের নজরে নিতে বলেন। দুর্নীতি দমন বিভাগে বিষয়টি ইচ্ছে করেই আর জানাইনি। কারণ তাতে কোন ফল পাওয়া যেত না।

বিগত বিএনপি-জামায়াত আমলে গঠিত শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মুন্সীগঞ্জ-১ এর তৎকালীন এমপি মাহী বি. চৌধুরী আমার নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু আমার পেশার ক্ষতি হতে পারে ভিত্তি করে সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হইনি। ফলে ইউএনও শ্রীনগরকে সভাপতি করে, যে কমিটি হয় তা সম্পূর্ণভাবেই বিএনপি দলীয় বলা যায়। এ কমিটিতে শিক্ষানুরাগী সদস্য পদে মনোনয়ন পান থানা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও মহকুমা বিএনপির সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক সোলেমান খান। তিনি পাটাভোগ ইউনিয়ন পরিষদের গত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। পাটাভোগ ইউনিয়নের অধিবাসী দু'জন শিক্ষক আছেন- যারা শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত। এ শিক্ষক দু'জন নির্বাচনে তার পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকায় তিনি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ও সহ-সভাপতি হয়েই ওই দু'শিক্ষককে শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

ড. হুমায়ুন আজাদ জার্মানিতে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষকদের একজন শ্রীনগরে শোক সভার আয়োজনে ভূমিকা রাখেন। এতে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা ক্ষেপে যান। শ্রীনগর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক, উপ-মহাদেশের মানব দরদী ডাক্তার এমএন নন্দীর মৃত্যুতেও শ্রীনগরে শোক সভার আয়োজনে ওই শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। গত কয়েক মাস আগে স্কুলের ক্লাস শুরুর পূর্বে এসেম্বলিতে কতিপয় ছাত্র কথা বলায় প্রধান শিক্ষক তাদের 'জারজ সন্তান' বলেন। ওই শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের কথার প্রতিবাদ করেন।

পরের দিন ছাত্ররা নির্দেশ নিয়ে 'জারজ সন্তান' বলায় প্রতিবাদ করে ও এর প্রতিকার চেয়ে স্কুল কমিটির সভাপতি ও শ্রীনগরের ইউএনও বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে। ফলে প্রধান শিক্ষক ও বিএনপির পাতিনেতা স্কুল কমিটির সহ-সভাপতি যৌথভাবে সক্রিয় হয়ে ইউএনও সাহেবের কান ভারি করেন। পাটাভোগ ইউনিয়নবাসী ওই দু'শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেন। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ড. হুমায়ুন আজাদ ও ডা. এমএন নন্দীর স্মরণসভায় আয়োজক ও 'জারজ সন্তান' শব্দের প্রতিবাদকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা গঠন করেন। স্কুল কমিটি পুনঃগঠনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখের ১৬২০নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলীয় ব্যক্তি যারা স্কুল কমিটির সদস্য তাদের বাদ দিয়ে ২০-১১-০৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের নির্দেশ শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে আগের কমিটিই বহাল রেখেছেন।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পরিকল্পনা থেকে স্কুল কমিটির ওই বিএনপি দলীয় সহ-সভাপতি পাটাভোগ ইউনিয়নের দু'শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পায়তারা করছেন। বিষয়টি লিখিতভাবে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে। আমার ধারণা, শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুরূপ ঘটনা দেশের সর্বত্র অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও হয়তো ঘটে থাকবে। আগের কমিটির রাজনৈতিক দলীয় কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে নতুন করে এডহক কমিটি নির্দলীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠন করা সময়ের দাবি। আশা করি এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে।